দৈনিক ইত্তেফাক

22 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৬ ...

একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের ফরিয়াদ

আমি মোঃ আজাদুল ইসলাম, পিতা মোঃ আনোয়ার হোসেন, গ্রাম-বৃহস্পতিপুর, পোঃ আতাইকুলা, থানা-সাথিয়া, জেলা-পাবনা। বিগত ১৪-০৪-২০০১ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক তামীরুল, মিল্লাত, কামিল মাদ্রাসা মির হাজিরবাগ, ডেমড়া: ঢাকা-১২০৪-এর প্রভাষক (গণিত) পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করি। ২১-০৪-২০০১ তারিখে লিখিত, মৌখিক এবং ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হয়ে নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হই এবং পরের কর্তৃপক্ষের নিয়োগপত্র প্রাপ্তির পর ৯-০৫-২০০১ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করতে থাকি। প্রতিষ্ঠানে চাকরিকালীন নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করি এবং বেতন বহিতে স্বাক্ষর করে টাকা উত্তোলন করি। এছাড়া বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় হল পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল শ্রেণীর গণিত বিষয়ের পরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পেয়ে উত্তর পত্র মূল্যায়ন করি (যার পরীক্ষক কোড নং-৬০০৮) এবং সম্মানী টাকা উত্তোলন করি। এভাবে চলছিল। কিন্তু চাকরিতে যোগ দেয়ার ৯ (নয়) মাস পর হঠাৎ করে নয় মাস পূর্বের নির্বাচনী পরীক্ষায় ২য় (দ্বিতীয়) স্থান অধিকারী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-মোঃ সৈয়েদুর রহমান, গ্রাম-রঘুনাথনগর , থানা-ঝিকরগাছা, জেলাঃ যশোর কে আমার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং সে মোতাবেক এমপিওভুক্তির জন্য আমার কাগজপত্রাদি ডিজি অফিসে প্রেরণ না করে মোস্তাফিজুর রহমানের কাগজপত্র প্রেরণ করা হয় এবং আমাকে ০১-০১-২০০২ তারিখে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব থেকে বিরত থাকতে মৌখিক নির্দেশ দেন এবং আমার বেতন দেয়া বন্ধ করে দেন। তারপর থেকে আমার পদে উক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করে নিয়মিত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে ০৬-০১-২০০২ তারিখে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিস ইস্যু করা হয় যা গত ০৮-০১-২০০২ তারিখে আমার হস্তগত হয়। কারণ দর্শানোর যথাযত উত্তর আমি ১০-০১-২০০২ তারিখে প্রদান করি। বর্তমানে চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়ে আর্থিক চরম দৈনতা ও সীমাহীন সমস্যায় নিপতিত। এছাড়া সামাজিকভাবে আমি অপরাধী না হয়েও অপরাধী হিসাবে সমাজে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছি। ইতিমধ্যে আমার সরকারী চাকরিতে যোগদানের বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, গোটা বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করে আমাকে আমার পদে নিয়োগ প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মোঃ আজাদুল ইসলাম,
প্রভাষক (গণিত),
তামিরুল, মিল্লাত,
ঢাকা।